তারিখ 14 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ৩

প্রথম আলো

রাজশাহী বিভাগের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক রওশন আরা ❁ ছবি : প্রথম আলো

ক্লাসেই সব আনন্দ

আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ, রাজশাহী ❁

আবৃত্তি, উপস্থাপনা, লেখালেখি, নাটকে অভিনয়—সব পারেন তিনি। আবার শিক্ষকতাও করেন। ক্লাসে ভালো পড়ান। এ জন্য দক্ষিণ কোরিয়ায় সরকারি সফরে যাওয়ার সুযোগও পেয়েছেন তিনি। এবার তাঁকে রাজশাহী বিভাগের শ্রেষ্ঠ শ্রেণিশিক্ষক নির্বাচন করা হয়েছে। তিনি রওশন আরা বেগম। তাঁর সব আনন্দ তো ক্লাস ঘিরেই।

রওশন আরা বেগম রাজশাহী সরকারি পিএন বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাহারা খানম বলেন, রওশন আরা তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) ক্লাস নেন। ক্লাসে মানসম্পন্ন ডিজিটাল বিষয়বস্তু বা কনটেন্ট তৈরির মাধ্যমে ক্লাস পরিচালনার জন্য তাঁর দক্ষিণ কোরিয়া যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল। এ বছর জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহে বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে নাম চাওয়া হয়েছিল। শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচনের ১১টি মানদণ্ড বিবেচনা করে সাহারা খানম মনে করেন রওশন আরার নামটি যেতে পারে। এ জন্য তিনি রওশনকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন।

বিদ্যালয় পর্যায়ের বাছাই হয়েছে গত ৮ ও ৯ মে। ১১ মে রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলে থানা পর্যায়ের বাছাই চলেছে। সেখানে রওশন আরা শ্রেষ্ঠ শিক্ষক নির্বাচিত হন। এরপর ১৫ মে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের বাছাই হয়েছে। সেখানে নাম ছিল ১১ জনের। বিভাগীয় পর্যায়ে রওশন আরা নির্বাচিত হয়েছেন।

রওশন আরার বাসা রাজশাহী নগরের উপশহর এলাকায়। স্বামী তরিকুল ইসলামও শিক্ষক। একটি কলেজে পড়ান। রওশন আরার বাবা রবিউল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধা। মা ফরিদা ইসলাম গৃহিণী। রওশন আরা বেগমরা চার বোন, দুই ভাই। পড়াশোনা করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। রসায়নে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন। তাঁর দুই সন্তান। মেয়ে তাহসিন সাফিয়াহ্ ষষ্ঠ ও ছেলে তাওসিফ নূর প্রথম শ্রেণিতে পড়ে।

শিক্ষকতার বাইরে বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রশংসনীয় ভূমিকার জন্য রওশন আরা বেশ কয়েকটি পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমার স্কুলের শিক্ষার্থীদের আদর্শ, নীতিমান ও আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। বিশেষ করে মেয়েদের। ওরা যেন সচেতন নারী, সচেতন মা হতে পারে। এই দায়িত্ববোধ থেকে আমি আমার শ্রেণিকক্ষকে সাজাই মনের মতো করে। আমি আমার শ্রেণিকক্ষকে সবচেয়ে আনন্দের স্থান মনে করি। আমি যখন ছাত্রীদের মধ্যে থাকি, তখন মনে হয় ওদের সঙ্গে যেন আমার মা-সন্তান কিংবা বন্ধুর মতো সম্পর্ক।'

রওশন আরা শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন সবার মধ্যে। এভাবে তিনি আনন্দ পেতে চান সারা জীবন।